স্রষ্টার সাবকন্সাস্ মাইন্ড ও রহস্যপ্রিয় লেখকের মৃত্যু

দিলরুবা শাহানা

আমি নিতান্তই একজন পাঠিকা। নন্দিত লেখক হুমায়ূন আহমেদের সাথে কোনদিন মুখোমুখি দেখাও হয়নি। তাঁর অনেক বই যে পড়েছি তাও না। যা পড়েছি তা থেকেই মায়াবী কিছু দৃশ্য বা বাক্য কবিতার মত হৃদয়ে গেঁথে গেছে চিরকালের জন্য। 'নন্দিত নরক'এর মণ্টুর ফাঁসির আগের রাতটার কথা মনে হলেই বুকের ভিতর হু হু করে, চোখ ভিজে আসে। লেখকের বর্ননায় মণ্টুর ফাঁসির আগের রাতটা ছিল চন্দ্রালোকিত । ঐ ক্রন্দসী জ্যোৎস্না রাতে মণ্টুর বাবা, সৎ মা ও ভাইবোনেরা মণ্টুকে শেষ দেখা দেখতে জেলে গিয়েছিল। এরপর জ্যোৎস্না হলেই মনে হয় এর ক্রন্দসী আলো হাহাকার করছে মণ্টুর মত মানুষদের কথা ভেবে। 'শংখনীল কারাগার'এ রাবুর চিঠির সেই লাইন যা সে তার সৎ বাবা সম্পর্কে লিখছে "বাবা যেন বিশটাকা দিয়ে এক কৌটা ভালবাসা কিনে এনেছিলেন"(স্মৃতি থেকে লিখছি ভুল হলে ক্ষমা করবেন)। রাবু খুব কালো ছিল। গায়ের রং নিয়ে স্কুলের হৃদয়হীন মেয়েরা ঠাট্টাতামাশার ছলে রাবুকে নাজেহাল করেছিল। ঐরাতে বা ঐসময়ে বাবা রাবুর জন্য রং ফর্সা হয় এমন এক কৌটা ক্রিম এনে স্বস্নেহে লুকিয়ে ওর হাতে তুলে দেন। কি অসাধারন হৃদয় নিংড়ানো মাধুর্য্য ওই উপহারে ছিল। ওহ্ হো হুমায়ূন আহমেদের আরও এক জ্যোৎস্নার কথা ভোলা যাবে না, হ্যা হুমায়ূন আহমেদের 'জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প'। অপূর্ব আখ্যান। এই সেই গল্প যে বিষয়ে না লিখে হুমায়ূন আহমেদ মরতেও চান নি।

হুমায়ূন কর্কট রোগে আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে আমেরিকা নিয়ে যাওয়া হল। লেখক নিজে আমেরিকাতে চিকিৎসা নিতে যেতে উদ্গ্রীব ছিলেন কি না জানি না, তাঁর শেষ লেখা গুলোতেও তেমন ভাব প্রকাশ করেন নি। মুখে কি বলেছিলেন তা আর কোনদিন জানা যাবে না হয়তো। উন্নত দেশের সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। হুমায়ূনের নিজের ভাষ্য অনুযায়ী স্লোয়ান কেটারিং হসপিটালে প্রথমদিন যখন পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার ফি দিয়েছিলেন তখনই আরও পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার জমা দেবার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি হসপিটালকে দেওয়ার পরই তারা চিকিৎসা শুরু করেছিল। সবার প্রত্যাশা ও আন্তরিক বাসনা ছিল এমন ব্যয়বহুল ও সর্বাধুনিক চিকিৎসায় প্রিয় লেখক ভাল হয়ে যাবেনই। হুমায়ূন আহমেদের প্রতি সবার শুভ কামনা যে কতদূর ব্যপ্ত ছিল তার সামান্য উপলব্ধির সুযোগ হয়েছিল একদিন এই মেলবোর্নে। ভারতের অত্যন্ত জনপ্রিয় কৃতি লেখক সমরেশ মজুমদার মার্চ ২০১২তে বাংলা সাহিত্য সংসদএর নিমন্ত্রণে এখানে এসেছিলেন । সাহিত্য সভায় বক্তব্য দেওয়ার প্রথমে সমরেশ বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা ভাষায় যে সাহিত্যিক সব চেয়ে বেশী পঠিত উঁনি আজ নিউইয়র্কে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন আসুন তাঁর জন্য আমরা সবাই একমিনিট প্রার্থনা করি'।

বারটা কেমো থেরাপী তার অসহ্য কষ্টের উপর রেডিও থেরাপী। সব কষ্ট লেখক সহ্য করলেন। অপারেশন হল। তাও সফল অপারেশন। যখন আশংকার প্রায় অবসান হল বা হতে যাচ্ছিল। লেখক ক্যান্সার মুক্তও হলেন। তখন তাকে স্পর্শ করলো মৃত্যু। নাকি উঁনি নিজেই মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরলেন। অপূর্ব সব যাদুকরী কাহিনীর স্রষ্টা হুমায়ূন আহমেদের সাবকন্সাস্ মাইন্ড নিজের জন্য মৃত্যু নির্ধারন করে রেখে ছিল কি? কেন?

হুমায়ূন আহমেদের ভীষন জনপ্রিয় টিভি নাটক 'এই সব দিনরাত্রি'। সে নাটকে ছোট্ট মেয়ে টুনির হৃচ্কিন্স্ ডিজিজ হয়। দেশে তেমন চিকিৎসা নেই। চাকুরীজীবী বাবার আর্থিক সঙ্গতি নেই একমাত্র সন্তান টুনিকে চিকিৎসা করাতে বিদেশে নিয়ে যাবে । টুনির ছোট চাচী বিত্তবান এক ব্যক্তির কন্যা। সেই ধনী ব্যক্তিটিই টুনিকে জার্মানীতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। এমন সুযোগ টুনির মতো নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের ভাগ্যে জুটা আলাউদ্দিনের চেরাগ পাওয়ার মতই যাদুকরী ঘটনা। বড্ড ব্যয়বহুল চিকিৎসা তারপরও টুনি সুস্থ হয়ে মা-বাবার কাছে ফিরে আসতে পারলো না। স্রষ্টা তারজন্য মৃত্যুই নির্ধারন করলেন। কে এই স্রষ্টা? টুনির স্রষ্টা হুমায়ূন আহমেদ। বিদেশের ব্যয়বহুল উন্নত চিকিৎসা সেবা টুনির কপালে জুটেছিল ঠিকই তবু মৃত্যুই ছিল তার ভবিতব্য।

গল্পের টুনি বেঁচে গেলে ভালইতো হতো। না কি? মধ্যবিত্ত লোকেরা স্বপ্ন দেখতো তাদেরও দুঃসময়ে টুনির চাচীর বাবার মতো এমনি কেউ একজন আলাউদ্দিনের আশ্চর্য চেরাগ নিয়ে প্যাশে এসে দাড়াবে। গল্পে যা হয় বাস্তবে তা কখনোই হয় না। আবার বাস্তব গল্পের চেয়েও নিষ্ঠুর, গল্পের চেয়ে সুন্দরও হয় কখনো কখনো।

হুমায়ূন আহমেদ পরবর্তী সময়ে সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে তিনি টুনির মৃত্যু ইচ্ছা করেই ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে টুনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে এলে এদেশের অনেক অসুস্থ সন্তানের অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম মা-বাবা হাহাকার করতেন ভেবে যে অর্থ থাকলে বিদেশে চিকিৎসা করাতে পারলে তাদের সন্তানরাও বাঁচতে পারতো।

নিজের জন্যও একই সিদ্ধান্ত কেন নিলেন যাদুকরী লেখক? আমার ১০ই জনুয়ারী ২০১২ ডায়রীর পাতায় এই কথাটাই লিখিত যে 'টুনির স্রষ্টা হুমায়ূন আহমেদের সাবকন্সাস্ মাইন্ড নিজের জন্য কি...'। কি এক রহস্যময়তা জড়ানো এখানে।

লেখকই হয়তো ঠিক যে অক্ষম, অপারগ অতি সাধারন মানুষের আক্ষেপ যাতে না হয় সেই কথা বিবেচনা করে কাহিনীতে টুনির মৃত্যু ঘটানোই ছিল শ্রেয় । তবে প্রশ্ন জাগে মনে কাদের মঙ্গল চিন্তা করে, বা অজানা কোন রহস্যে নিজের জন্যও মৃত্যুকেই বেছে নিলেন আমাদের প্রিয় কথার যাদুকর?

(শব্দসংখ্যা ৭০৩)